পথ দুর্ঘটনা - গাড়ি উল্টে ক্লাস ৯-১০

(সিডি৫/এনডি৮-এস)

পথ দুর্ঘটনার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা কিছু কম নয়। বেড়াতে যাবার কথা উঠলেই বাবা গাড়ি করে যাবার কথা বলেন। মা এতে ভীষণ আপত্তি জানান। কিন্তু আমরা তিন ভাই বোন আর বাবা একদিকে থাকায় মায়ের আপত্তি কোনঠাসা হয়ে যায়। তাই মাকেও বাধ্য হয়ে গাড়ি করেই যেতে হয়।

একবার হলদিয়া যাবার সময় গাড়িতে ধাক্কা লেগে সামনের কাঁচ ভেঙে চৌচির হয়ে গেছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমাদের কারো কোন ক্ষতি হয়নি। যাই হোক এইবার বাবা ঠিক করলেন শ্রাবণ মাসে বেনারস যাবেন আমাদের সবাইকে নিয়ে। আমরাও মেতে উঠলাম বেড়াতে যাবার আনন্দে। ইতিমধ্যে আমার কাকু, কাকিমার কানে বেড়াতে যাবার কথাটা যেতেই ওনারাও আমাদের সাথে যাবে বললেন। বাবা তাই একটা বড় গাড়ি ভাড়া করে নিলেন।

বুধবার সকালবেলা সমস্ত লটবহর নিয়ে আমরা গাড়িতে চড়ে পড়লাম। গাড়ির মাথায় মালপত্তর ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে প্লাস্টিক চাপা দিতেই অনেকক্ষণ সময় পার হয়ে গেল। এখন বর্ষার দিন, বৃষ্টির ওপর কোনরকম ভরসা নেই। তাই প্লাস্টিক চাপা দিতে হল। আমরা বাচ্চারা খুব অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। বিশেষ করে তুতাই আমার খুড়তুতো ভাই। ও সব থেকে ছোট বলে প্রশ্নের আর শেষ নেই। আমার সাথে ওর ভাব একটু বেশী বলে তুতাই আমার পাশেই বসেছিল। ঠিক সকাল ৭.৪৫ মিনিটে গাড়ি চলতে শুরু করল। দেখলাম মা, কাকিমা, বাবা, কাকু সবাই কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

মা, কাকিমা সকলের জন্যে খাবার নিয়েছিলেন। বাবা গাড়িতে উঠেই বললেন তিন ঘন্টার আগে কোথাও গাড়ি থামবে না। আমরা সবাই যে যার মত গল্প করতে করতে চলতে থাকলাম। তুতাই-এর অবান্তর প্রশ্ন মাঝে মাঝে আমাকে বিব্রত করছিল। হঠাৎ একসময় ও ঘুমিয়ে পড়ল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে রোদ ঝলমল করতে লাগল। রাস্তার দুধার দেখতে দেখতে চললাম।

দুপুর একটার সময় একটা ধাবার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন সারলাম।
বাবা সবার জন্য খাবার অর্ডার করলেন। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার গাড়িতে উঠলাম। এইবার বড়দের চোখে ঘুম নেমে এলো। আমরা ছোটরা তখনও বক বক করছিলাম। তোপচাঁচির কাছে হঠাৎ ড্রাইভারকাকু এলোমেলো ভাবে গাড়ি চালাতে লাগল। সকলের ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম সামনেই একটা লরির পিছনে বড় বড় শিক বার হয়ে রয়েছে। আমাদের গাড়ির কি একটা ভেঙে গেছে তাই গাড়ি ড্রাইভারকাকুর আয়ত্তের বাইরে। হঠাৎ বিশাল জোরে আওয়াজ হল। আমাদের গাড়ি বাঁ দিকে কাঁচা রাস্তায় নেমে তিনবার পাল্টি খেল। তুতাই ছিটকে কাঁচ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ সব নিঃস্তব্ধ। তারপরই প্রচুর মানুষের কোলাহল শুনতে পেলাম। কাকিমা হঠাৎ ‘তুতাই তুতাই’ করে চিৎকার করতে লাগল। কেবল তুতাই-এর গলাটা কানে এলো ‘আমি ঠিক আছি

মা'। এরপরের ঘটনা আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল দেখি বেঞ্চির ওপর আমরা সবাই শুয়ে আছি। ওখানকার স্থানীয় লোকেরা আমাদের গরম-গরম চা দিলে। ওরা আমাদের একটা জিপে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা সেরে আমরা সবাই গুরুদ্বারে বসলাম। গাড়ি একেবারে ভেঙে চুরে একাক্কার অবস্থা। পুলিশ এসে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। ভয়ে আমাদের বুক তখনও কাঁপছিল। ঠাকুরের কৃপায় সবাই সুস্থ ছিলাম। কারুর কোন ক্ষতি হয়নি। রক্তপাতও হয়নি।

সেই রাতটা আমরা কাছাকাছি একটা হোটেলে কাটিয়ে পরের দিন কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম অন্য গাড়ি নিয়ে। ড্রাইভারকাকু ওখানে রয়ে গেল ওর মালিকের অপেক্ষায়। ফেরার সময় মনের ভেতর সে কি আতঙ্ক! কেবলই দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তুতাই চুপটি করে কাকিমার কোলে বসে আছে। সবাই এক দৃষ্টে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। বাবা সামনে বসে ড্রাইভারকাকুকে কেবল বলে চলেছে, 'আস্তে, আস্তে'।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪